

পরিচয়

আমার জেলায় মা



WHERE YOUR LENS MEETS
OUR STORY

ORGANIZED BY CHOKH, DEPT. OF CSE

Through the Lens of Leadership



In every district of Bengal, the arrival of Maa Durga is not just a festival – it is an emotion woven into our identity, a living heritage that binds hearts beyond time and terrain. Through “পরিচয়: আমার জেলায় মা,” our students have embarked on a remarkable journey

– not merely to capture photographs, but to preserve moments where faith meets artistry, and where technology finds its purpose in storytelling.

The lens, after all, is not just a tool; it is an eye that feels.

And through the creative vision of our media team “Chokh,” every frame has become a testimony of devotion, culture, and Bengal’s eternal rhythm of celebration.

I am immensely proud of our students from the Department of Computer Science and Engineering who have looked beyond code and computation to see the beauty in human tradition, using modern craft to portray something timeless. This initiative stands as a perfect example of how innovation and emotion can coexist – how knowledge can serve culture.

May “পরিচয়” be a reflection of our shared roots, our creative spirit, and the devotion that unites us all under Maa Durga’s benevolent gaze.

~ Dr. Sandip Roy
HOD-CSE

Department's Visionaries: Our Guidelines



Dr. Sandip Roy



Dr. Rajesh Bose



Dr. Dharmpal Singh



Dr. Dipankar Mishra



Dr. Sayantan Nath



Dr. Nazma B J Naskar



Dr. Paramita Sarkar



Dr. Abhrendu Bhattacharya



Dr. Radhakrishna Jana



Dr. Bidisha Bhabani



Dr. Tanaya Das



Dr. Kaushik Adhikary



Mr. Debasish Mahanty



Mrs. Debmitra Ghosh



Mr. Chowdhury Md Mizan



Mr. Suprativ Saha

Behind the pages : The Editorial Team



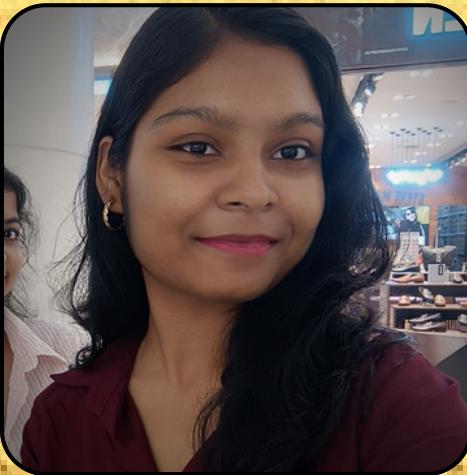
Swapnanil Mukherjee
CSE [2023-2027]

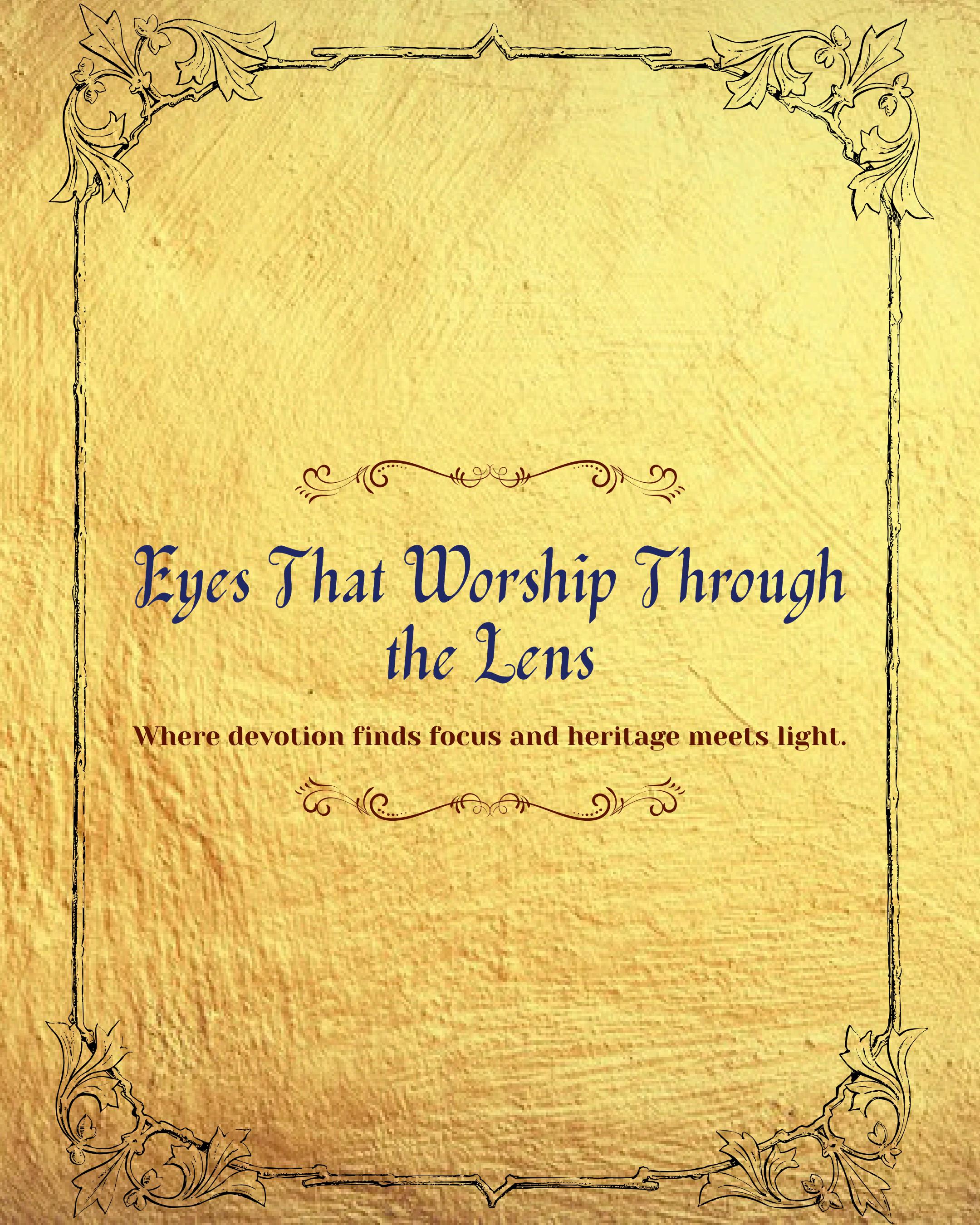
Tiyasi Ghosh
CSE [2023-2026]



Tamajit Pal
CSE [2023-2027]

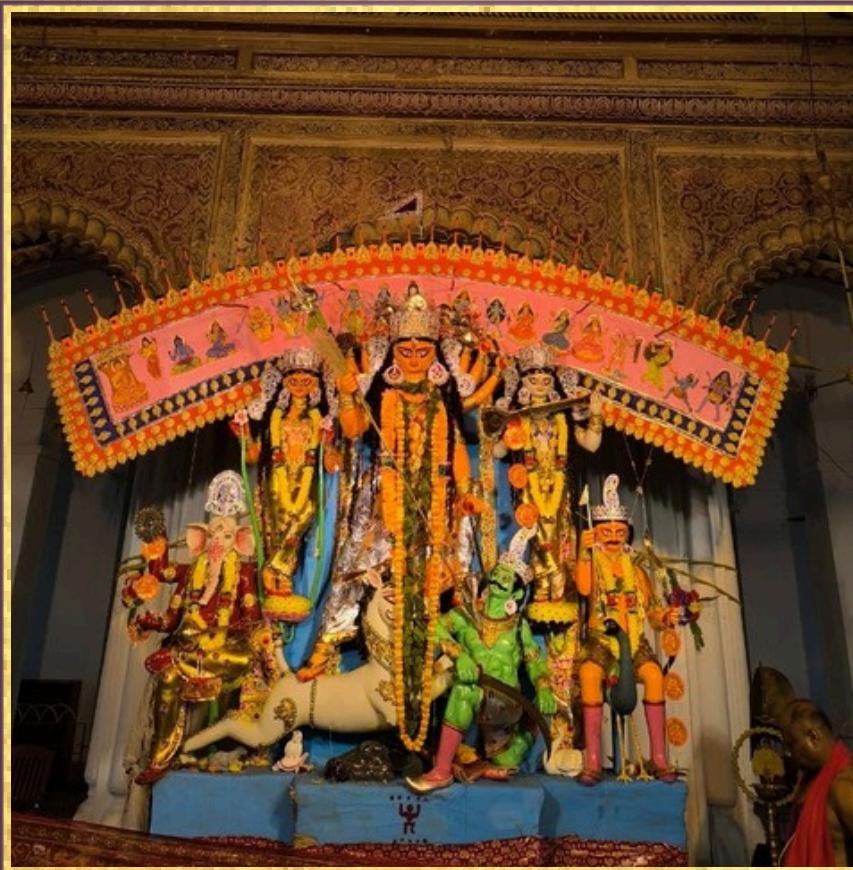
Srija Das
CSE [2023-2027]





Eyes That Worship Through the Lens

Where devotion finds focus and heritage meets light.



কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ১৮শ শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে শুরু হয়। শিল্পপ্রেমী এই রাজা কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজবাড়িতে ঐতিহ্যবাহী “একছালা ঠাকুর” রূপে দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়েন স্থানীয় খ্যাতনামা মৃৎশিল্পীরা। আজও এই পুজো রাজকীয় ঐতিহ্য ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে টিকে আছে।

Captured by :
Kusumita Biswas
CSE [2023-2027]



শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো কলকাতার প্রাচীনতম
পুজোগুলোর একটি। রাজা নবকৃষ্ণ দেব ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের
পর রবার্ট ক্লাইভের উপস্থিতিতে এর সূচনা করেন। আজও একান্নবর্তী
পরিবারের উদ্যোগে প্রথাগত “একছালা ঠাকুর” রূপে এই রাজকীয়
পুজো অনুষ্ঠিত হয়, যা বাংলার জমিদার ঐতিহ্যের প্রতীক।

Captured by:
Swapnani Mukherjee
CSE [2023-2027]



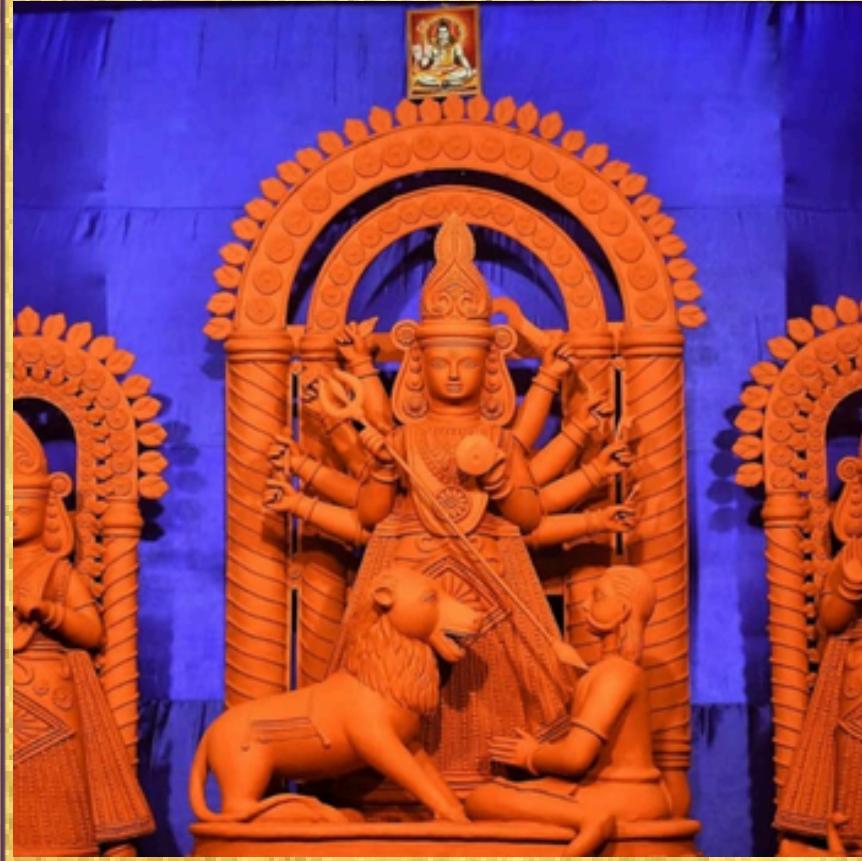
বর্ধমান রাজবাড়ির দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল ১৭০৫ সালে মহারাজা
কীর্তিচন্দ্রের উদ্যোগে, যা আজও রাজবংশের ঐতিহ্য বহন করছে।
এখানে দেবীর মৃত্তিতে নয়, বরং পটে আঁকা দেবী দুর্গার পূজা হয়—
এটাই এর বিশেষত্ব। প্রাচীন নিয়মে পূজার সমস্ত আচার
রাজপরিবারের পুরোহিতরা পালন করেন। শতাব্দী প্রাচীন এই পূজা
আজও বর্ধমানের গর্ব ও সংস্কৃতির প্রতীক।

Captured by:
Tamajit Pal
CSE [2023-2027]



মেদিনীপুরের তেমাথানির দুর্গাপূজা স্থানীয় ক্লাব ও বাসিন্দাদের উদ্যোগে ভালোবাসা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে প্রতি বছর আয়োজিত হয়। দক্ষ কুমোরদের হাতে তৈরি প্রতিমা ও সোনালি অলংকারে সাজানো মণ্ডপটি চোখ ধাঁধানো শৈল্পিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে। স্থানীয় শিল্পীরা প্রায় এক মাস ধরে এই প্যান্ডেল গড়ে তোলেন, যা পূজার সময় দর্শনার্থীদের মন কেড়ে নেয়।

Captured by :
Subhankar Jana
CSE [2023-2027]



বিষ্ণুপুরের দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল মল্লরাজাদের আমলে, প্রায় ১০০
বছর আগে রাজা জগৎমল্লের উদ্যোগে। টেরাকোটা মন্দিরে দেবী
দুর্গার আরাধনা ও ঐতিহ্যবাহী নিয়মে পূজা এখানকার বিশেষ
আকর্ষণ। স্থানীয় কারিগররা সৃষ্টি শিল্পে প্রতিমা ও মণ্ডপ সাজান।
আজও এই পূজা বিষ্ণুপুরের গর্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

Captured by:
Srijit Kundu
CSE [2023-2027]



বাঁকুরার সেনহাটি কলোনির দুর্গাপূজা স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে
আয়োজিত এক প্রাণবন্ত সম্প্রদায়িক উৎসব। প্রতিমা ও মণ্ডপের
নকশায় এখানে প্রতি বছর নতুনত্ব দেখা যায়, যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা
তাদের সূজনশীলতা ফুটিয়ে তোলেন। পূজার দিনগুলোতে
আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভক্তদের ভিড়ে গোটা এলাকা
মুখরিত হয়ে ওঠে।

Captured by :
Uday Majhi
CSE [2023-2027]



Arjunpur Amra Sobai Club-এর দুর্গাপুজো প্রায় দুই দশক আগে,
অর্থাৎ প্রায় ২০০০ সালের গোড়ার দিকে স্থানীয় তরুণদের উদ্যোগে
শুরু হয়েছিল। শুরুতে ছোট পরিসরে হলেও এখন এটি এলাকার
অন্যতম জনপ্রিয় থিম-ভিত্তিক পুজো হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর
নতুন ভাবনা, মণ্ডপসজ্জা আর সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে এই ক্লাব
পুজোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

Captured by :
Anshika Kumari
CSE Lateral [2024-2027]



পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি এলাকার এই দুর্গাপুজোটি স্থানীয় মানুষদের আন্তরিক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এক জনপ্রিয় বার্ষিক উৎসব। রঙিন আলোকসজ্জা, সৃজনশীল প্রতিমা ও মনোমুগ্ধকর প্যান্ডেল সাজে এই পুজো এখন কাথির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

Captured by:
Tufan Ghosh
CSE [2023-2027]



দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে বৈলা পাড়ার দুর্গোৎসব। সাবেকি
ছাঁচে গড়া প্রতিমা আর শিল্পময়তা মণ্ডপ জুড়ে ছড়িয়ে দেয় এক
আধ্যাত্মিক আবহ। প্রতি বছর এই পুজোয় মিশে থাকে পাড়ার মানুষের
ভালবাসা আর ঐক্য।

Captured by:
Tufan Ghosh
CSE [2023-2027]



মেদিনীপুরের রবীন্দ্রনগর দুর্গাপুজো জেলার অন্যতম প্রাচীন ও
জনপ্রিয় পুজো। স্থানীয় উদ্যোগে ২০শ শতকের শুরুতে এ পুজোর
সূচনা হয়। এখানে প্রথাগত “একছালা ঠাকুর” রূপে দেবী দুর্গার
আরাধনা করা হয়। আজও এই পুজো ঐতিহ্য, শৈল্পিক সৌন্দর্য ও
সামাজিক মিলনের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

Captured by :
Uday Majhi
CSE [2023-2027]



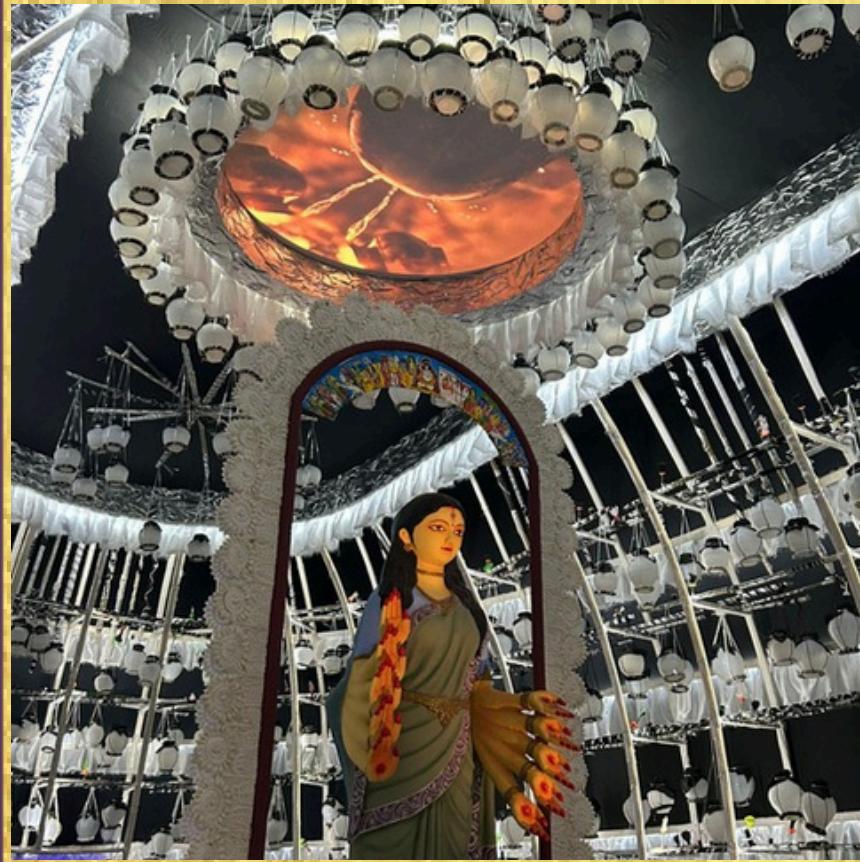
জগত মুখার্জি পার্ক, উত্তর কলকাতার অন্যতম নামী সেরার সেরা থিম পুজোগুলির একটি। এই পুজো প্রতি বছর অভিনব ধারণা ও শিল্পকলার নিপুণতায় দর্শকদের মুগ্ধ করে। ২০২৫ সালে এদের থিম ছিল “AI – আশীর্বাদ না অভিশাপ?”, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি আর মানবতার মেলবন্ধনকে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

Captured by :
Piyush Raj
CSE [2023-2027]



পশ্চিম মেদিনীপুরের রামফরিদপুর দুর্গাপূজো এলাকার অন্যতম প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় পূজো। স্থানীয় জমিদার পরিবারের উদ্যোগে এর সূচনা হয়েছিল বহু বছর আগে। প্রথাগত “একছালা ঠাকুর” রূপে দেবী দুর্গার পূজা আজও এখানকার মানুষ একত্রে পালন করেন। এই পূজো গ্রামীণ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতীক।

Captured by :
Uday Majhi
CSE [2023-2027]



কলকাতার জোরাবাগান ছন্দসঙ্গের দুর্গাপুজো উত্তর কলকাতার
অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় বারোয়ারি পুজো। স্থানীয় বাসিন্দাদের
উদ্যোগে বিংশ শতকের শুরুতে এর সূচনা হয়। প্রথাগত “একছালা
ঠাকুর” রূপে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয় এখানে। আজও এই পুজো
ঐতিহ্য, শৈল্পিক প্রতিমা ও সামাজিক সম্প্রীতির সুন্দর উদাহরণ।

Captured by :
Piyush Raj
CSE [2023-2027]



কাশী বোস লেন সর্বজনীন দুর্গোৎসব এ বছর উপস্থাপন করছে এক ভাবনামূলক থিম – “পকদন্তি”, যা জীবনের পথচলার প্রতীক। লীলার মেয়মুদার আত্মজীবনীমূলক লেখার অনুপ্রেরণায় গড়া এই থিমে ফুটে উঠেছে সেই অজানা পথের গল্ল, যেখানে বাস্তব আর স্বপ্নের সীমানা মিলেমিশে গেছে। সৃষ্টি কারিগরি ও শিল্প ভাবনায় সাজানো এই প্যান্ডাল দর্শনার্থীদের নিয়ে যায় আত্মাব্রহ্মণ ও আশার এক কাব্যিক ঘাতায়।

Captured by:
Tamali Khan
CSE [2023-2027]



বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজাৰ কলকাতাৰ সবচেয়ে প্রাচীন ও
ঐতিহ্যবাহী পূজাগুলিৰ একটি – ১৯১৮ সাল থেকে আজও একই
উচ্ছ্বাসে মা আগমনেৰ আনন্দে মেতে ওঠে উত্তৱ কলকাতা। এ বছৱেৱ
শিল্পকলা ও সজ্জায় ঐতিহ্যেৰ মর্যাদা বজায় রেখেও নতুনত্বেৰ ছোয়া
দৰ্শনাৰ্থীদেৱ মুঞ্ছ কৱেছে, যেন অতীত আৱ বৰ্তমান এক সুৱে বাঁধা
পড়েছে ভক্তিৰ আলোৱ পৱশে।

Captured by:
Tamajit Pal
CSE [2023-2027]



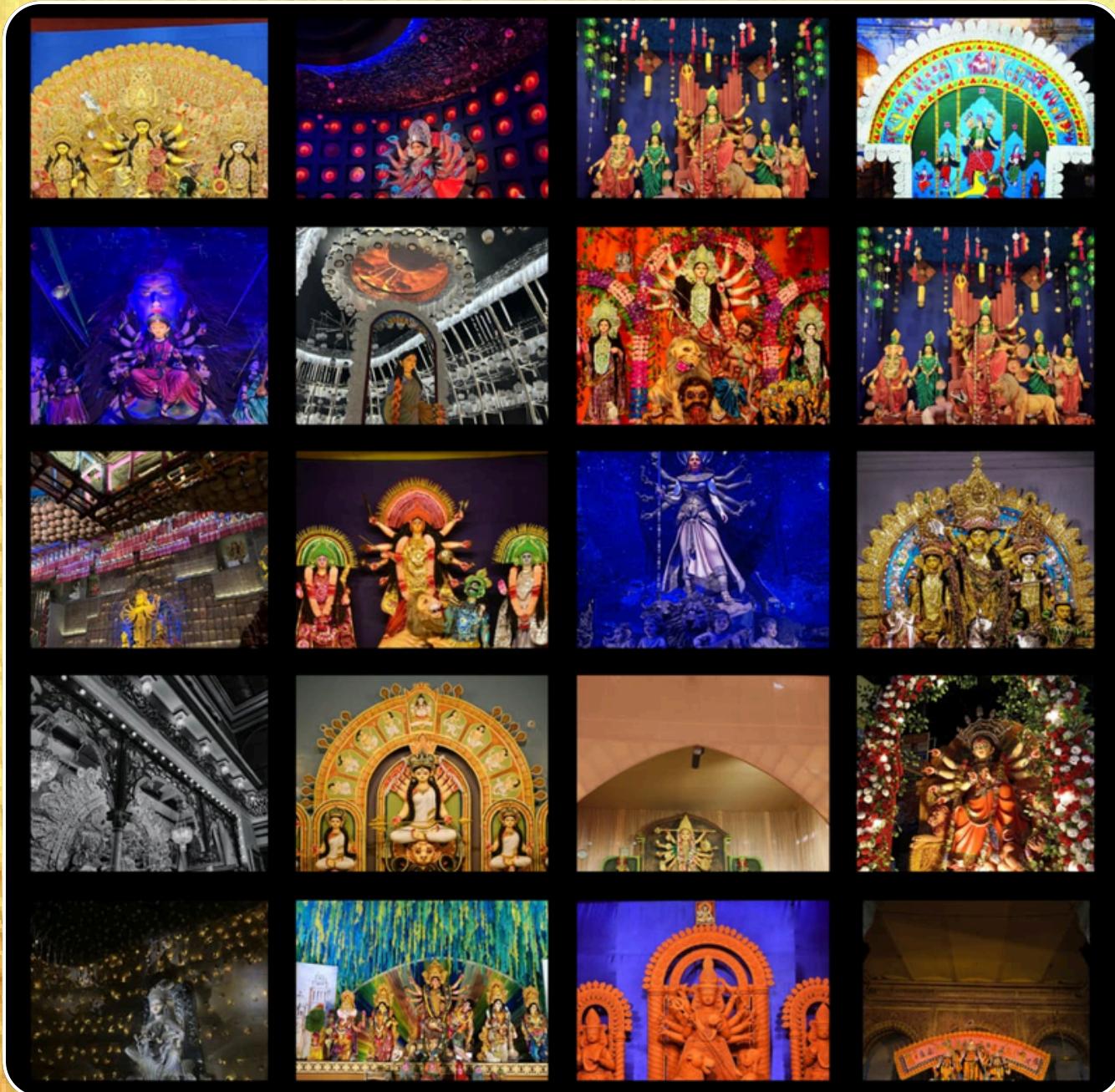
দুমদুম পার্ক ভারতচক্রের ২০২৫ সালের পুজোর থিম “Tanmatra: Aura” দর্শনার্থীদের আলো ও অনুভূতির এক জাদুকরী যাত্রায় নিয়ে
যাচ্ছে। সূক্ষ্ম আলোক-ছায়ার খেলায় সাজানো প্যান্ডাল এবং মনোরম
ডিজাইন দর্শনীয় অভিজ্ঞতা দেওয়ার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ভাবনার
স্পর্শও ছুঁয়েছে।

Captured by :
Swapnani Mukherjee
CSE [2023-2027]



সিকদার বাগান, উত্তর কলকাতার এক শতবর্ষী ঐতিহ্য – ১৯১৩ সাল
থেকে আজও সেই একই ভক্তি ও উদ্দীপনায় মা দুর্গার আগমনীকে
ঘিরে প্রাণ পায় এই মহল্লা। এই বছর তাঁদের শিল্পকর্ম ও ঐতিহ্যের
অনবদ্য সংমিশ্রণ দর্শনার্থীদের মুঝ করছে, যেখানে পূরনো
কোলকাতার ঐতিহ্য আর আধুনিক নাল্দনিকতার মেলবন্ধন এক নতুন
আবহ তৈরি করেছে।

Captured by :
Srija Das
CSE [2023-2027]



**Countless frames, one faith – celebrating
Bengal's divine essence.**



www.jisuniversity.com